

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

# আকিদাহ তহাবিয়াহ

[১]

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ

তাইব হোসেন

নিরীক্ষণ

উসতায় শাইখুল ইসলাম



প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব

# বিষয়সূচি

- ভূমিকা | ১৭
  - কেন এই বই | ১৭
  - জ্ঞানের প্রকারভেদ | ১৭
  - আকিদাহ-অধ্যয়ন | ১৮
  - লেখক-পরিচিতি | ১৮
  - বই-পরিচিতি | ১৯
- আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই | ২০
- কোনোকিছুই তাঁর মতো নয় | ২১
- কোনোকিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না | ২৩
  - আল্লাহর গুণাবলি অনির্দিষ্ট | ২৪
- তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই | ২৬
  - শিরক | ২৬
    - শিরকের বিধানগত প্রকারভেদ | ২৬
    - শিরকের ভয়াবহতা | ২৭
    - শিরক নিয়ে অধ্যয়ন কেন | ২৭
    - শিরকের সংঘটনগত প্রকারভেদ | ২৯
      - রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক | ২৯
      - উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক | ৩০
      - জাদু সত্য? | ৪০
      - জাদু কাটানোর পদ্ধতি | ৪০
      - আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক | ৪৩
- তিনি অনাদি, যার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত, যার কোনো অন্ত নেই | ৪৪
- তাঁর লয় নেই, ধ্বংস নেই | ৪৭
- তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই সংঘটিত হয় না | ৪৯
  - চরমপন্থী কাদারিয়া | ৪৯
  - চরমপন্থী জাবরিয়া | ৫০

- আল্লাহর ইচ্ছা | ৫১
- কল্পনা তাঁর ধারেকাছেও পৌঁছে না | ৫৪
- তিনি সৃষ্টিকুলের মতো নন | ৫৫
- ব্রাস্ত ফিরকা | ৫৫
- তিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই এবং চির প্রতিষ্ঠিত, যার ঘুম নেই | ৫৮
- তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিতে যার কোনো প্রয়োজন নেই | ৬০
- তিনি নির্ভয়ে প্রাণসংহারকারী এবং বিনাক্রেশে পুনরুত্থানকারী | ৬২
- সৃষ্টির বহু আগেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলিসহ বিদ্যমান ছিলেন | ৬৬
- সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম খালিক (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি | ৬৮
- প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন রব (প্রতিপালক) | ৬৯
- জীবনদানের আগেও তিনি এই নামের (জীবনদানকারী) অধিকারী ছিলেন | ৬৯
- তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী | ৭০
- আল্লাহর শক্তি সীমাবদ্ধ নয় | ৭০
- প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী | ৭১
- ওলি কাকে বলে | ৭১
- তাঁর কাছে সবকিছু সহজ, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অনন্য | ৭৪
- তিনি নিজ জ্ঞানে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন | ৭৫
- তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সবকিছুই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন | ৭৬
- আলিমদের মতভেদ | ৭৮
- উম্মাহবোধ | ৮০
- তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন | ৮১
- সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয় | ৮২
- সিলাতুর রাহিম | ৮৩
- একটি আয়াতের তাফসির | ৮৫
- সৃষ্টজীবের সৃষ্টির আগে কোনোকিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না | ৮৭
- তিনি তাদের নিজ আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন | ৮৮
- আল্লাহ আগেই সবকিছু জানেন | ৮৯
- সবকিছু তাঁর নির্ধারণ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে | ৯০
- নব্য মূতাবিলা | ৯১

- পাপ করতে মানুষ বাধ্য নয় | ৯৩
- সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে | ৯৫
- আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেন | ৯৮
  - তাঁর ইচ্ছায় তাঁরই অনুগ্রহ ও সুবিচারে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে | ১০২
  - তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ হওয়ার উদ্দেশ্যে | ১০৩
  - তাঁর মীমাংসার খণ্ডনকারী কেউ নেই | ১০৪
  - উল্লিখিত সবকিছুর প্রতিই আমরা ইমান এনেছি | ১০৬
  - মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা | ১০৭
    - মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম | ১০৭
    - আল্লাহর বান্দা | ১০৯
    - আল-মুসতাফা | ১১১
    - আল-মুজতাবা | ১১২
    - তিনি রাসূল | ১১২
      - ভুল ধারণা | ১১৩
      - সঠিক | ১১৪
      - নবি পাঠানো আল্লাহর ওপর ফরয কি না | ১১৪
      - নবি চেনার উপায় | ১১৫

# ভূমিকা

## ■ কেন এই বই

আকিদাহ বিষয়টা খুব কঠিন হওয়ায় শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমি আকিদাহর ওপর নিজের মতো করে দারস দিচ্ছিলাম। কিন্তু, উপায়-উপকরণের স্তর বাড়তে থাকলে এই পদ্ধতি আর ফলপ্রসূ থাকে না। অর্থাৎ, মূল বইয়ের একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা না-করে এখানে-সেখানে বয়ান বা দারস দেয়াটা একনিষ্ঠ তালিবুল ইলমের জন্য যথেষ্ট নয়। দরকার এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যাওয়া। একসাথে পুরো একটি বই অধ্যয়নের মানহাজ অবলম্বন করা। একটি পুরো বই উচ্চতর মানহাজে (পদ্ধতি) এককালীন অধ্যয়ন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আকিদাহ শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ইসতায়দের প্রচলিত পদ্ধতি। আর ছাত্ররাও এতে আকিদাহর বিষয়টা সহজে আয়ত্ত্ব করতে পারে। চিত্রটি একদম হামেশাই দেখা যায়, কোনো তালিবুল ইলম আগেকার উলামা কিরামের কিতাবপত্র খুলে দেখলে কিংবা পড়লে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, যেন সে আদৌ কখনো আকিদাহই শেখেনি। একবারে একটি বই নিয়ে লেগে থাকলে এ সংশয় দূর হয়ে যায়। আর তা ছাড়া তালিবুল ইলম উলামা কিরামের পদ্ধতিতে ইলম শিখতে পারে। সুতরাং, ‘আল-আকিদাতুত তহাবিয়াহ’ আগাগোড়া অধ্যয়ন করলে আকিদাহর প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেকটি দিকই জানা সম্ভব।

## ■ জ্ঞানের প্রকারভেদ

১. আল-ফিকহুল আকবার (বড় ফিকহ) : ‘আল-ফিকহুল আকবার’ আল্লাহকে জানার জ্ঞান। একে ‘উসুলুদ-দ্বীন’ও বলা হয়। এটি ইসলামের মূলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান। সবচেয়ে সম্মানিত জ্ঞান, আত্মস্থ করার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। নাম, সিফাত (গুণ) ও কর্মে আল্লাহকে জানার মাধ্যমে এই জ্ঞান হাসিল হয়।<sup>[১]</sup>

[১] তাওহিদ ও আকিদাহ-সংক্রান্ত ইলমকে (জ্ঞান) আল-ফিকহুল আকবার বা বড় ফিকহ বলা হয়।  
[অনুবাদক]

## এক

আল্লাহর তাওফিক কামনা করে তাঁর তাওহিদ সম্পর্কে বলছি—  
অবশ্যই আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

ব্যখ্যা : মোটামুটি মৌলিক একটি বিষয়, কিন্তু এর অধীনে অনেক কিছুই বিদ্যমান।  
তাওহিদ (একত্ববাদ) তিন প্রকার :

১. তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। অর্থাৎ প্রতিপালকত্ব।<sup>[৬]</sup> এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়। যেমন, বৃষ্টি।
২. তাওহিদুল উলুহিয়াহ<sup>[৭]</sup> আল্লাহর দিকে উত্থিত হয়। যেমন ইবাদত, দুআ।
৩. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত মানে নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদ।<sup>[৮]</sup>

---

[৬] রুবুবিয়াহ (ربوبية) শব্দের অর্থ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, অভিভাবকত্ব, প্রতিপালন, লালন-পালন। অর্থাৎ তাওহিদুর রুবুবিয়াহ বলতে বোঝায় সৃষ্টি, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদ বজায় রাখা। একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, রিয়কদাতা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা বলে বিশ্বাস করা। [অনুবাদক]

[৭] উলুহিয়াহ শব্দটি এসেছে ইলাহ (إله) থেকে। ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য বা মাবুদ। তাওহিদুল উলুহিয়াহর অপর নাম তাওহিদুল ইবাদাহ। তাওহিদুল উলুহিয়াহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ব বজায় রাখা। যেমন, সালাত, দুআ, হজ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। [অনুবাদক]

[৮] তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলতে বোঝায় আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদ বজায় রাখা। কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহর যেসব নাম ও গুণের কথা এসেছে, সেগুলো কোনো ধরনের ব্যাখ্যা, বিকৃতি, সাদৃশ্য ও ধরন-নির্ধারণ ছাড়াই প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে নেয়া। [অনুবাদক]

# দুই

কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়।

ব্যখ্যা : ইসলামের দাবিদার দুটো গোমরাহ চরমপন্থী দল রয়েছে,

১. মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) : এরা আল্লাহর গুণাবলিকে আমাদের সাথে সাদৃশ্য দেয়। এরা বলে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতো। এরা গোমরাহ।
২. মুয়াত্তিলা (বাতিলকারী) : তারা আল্লাহর জন্য কোনো গুণই সাব্যস্ত করে না। তারা বিভিন্ন কারণে আল্লাহর গুণাবলি নাকচ করে। তারা বলে, আমরা আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করতে পারি না, তাই আল্লাহর এই সিফাত বাতিল করি।<sup>[৯]</sup>

এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মধ্যমপন্থী। আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আল্লাহর যেসব গুণ সাব্যস্ত করতে বলেছেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা সাব্যস্ত করেননি, আমরা তা সাব্যস্ত করি না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর হাত রয়েছে।<sup>[১০]</sup> এতে ইমান আনা ওয়াজিব। এর ধরন কেমন, সেটি আল্লাহই ভালো জানেন।

এ ব্যাপারে এই মূলনীতি অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে যে, ‘ধরন অজ্ঞাত। এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, প্রশ্ন করা বিদআত।’<sup>[১১]</sup>

---

[৯] যারা তাতিল করে তাদের মুয়াত্তিলা বলা হয়। তাতিল (تعطيل) অর্থ শূন্যকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ। পরিভাষায় আল্লাহর কোনো নাম বা সিফাতকে অস্বীকার করা। জাদ ইবনু দিরহাম সর্বপ্রথম তাতিলের সূচনা করে। (দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাবিবল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাওয়িয়াহ) [অনুবাদক]

[১০] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘মহান আল্লাহর দুই হাত রয়েছে। এ দুই হাত তাঁর সত্তাগত সিফাত। দুই হাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, গঠিত অঙ্গ নয়, দেহ নয়, দেহ-জাতীয় কিছু নয়। সীমা, সংযোজন, দেহের অংশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-জাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল।’ (আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-আকিদাহ, আবু বাকর খাল্লালের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ১০২-১১১) [অনুবাদক]

[১১] ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তিটি একাধিক সনদে বর্ণিত। কিছু সূত্রে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হলেও সবগুলোর মর্মার্থ একই। এর কিছু সনদে দুর্বলতা থাকলেও ইমাম মালিকের প্রায় দশজন ছাত্র থেকে একাধিক সনদে

এর কতটা গুরুত্ব, তা এ আয়াতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাওহিদ ও শিরক সম্পর্কে জানা ওয়াজিব। উমার ইবনুল খাতাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

‘ইসলামের বন্ধন এমন কারও মাধ্যমেই ছিন্ন হবে, যে ইসলামের ওপর বেড়ে ওঠেছে কিন্তু জাহিলিয়াত প্রত্যক্ষ করেনি।’<sup>[৩১]</sup>

## ■ শিরকের সংঘটনগত প্রকারভেদ

১. রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক।
২. উলুহিয়াতের (ইবাদত) ক্ষেত্রে শিরক।
৩. নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরক।

## ■ রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক

রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক দুই প্রকার,

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

‘ফিরাউন বলল, বিশ্বজগতের রব আবার কী?’<sup>[৩২]</sup>

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهِمُ الْمَاءُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْذَىٰ

‘ফিরাউন বলল—হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহের কথা আমার জানা নেই।’<sup>[৩৩]</sup>

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

‘আর বলল—আমিই তোমাদের বড় রব।’<sup>[৩৪]</sup>

যারা দর্শনকে ইসলামের সাথে মেশায় আর দাবি করে যে, মহাজগৎ প্রাচীন এবং নিজে নিজেই সৃষ্ট, ব্যাপারটা তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। এভাবে তারা আল্লাহর

[৩১] ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুয়ুল ফাতাওয়া : ১০/৩০০-৩০২

[৩২] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২৩

[৩৩] সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৩৮

[৩৪] সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ২৪

## সাত

তার ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই সংঘটিত হয় না।

ব্যাখ্যা : শয়তান থাকাটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, মুসলিমদের গণহত্যাকারী শয়তানগুলিও আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কাফিরদের অস্তিত্বও আল্লাহর ইচ্ছাধীন, প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। লেখক কর্তৃক এই কথা বেছে নেয়ার কারণ, অনেকেই এ ব্যাপারে গুমরাহে লিপ্ত হয়েছিল। কাদারিয়া, জাবরিয়া<sup>[৮৩]</sup> ও মুতাযিলা এরই অন্তর্ভুক্ত।

### ■ চরমপন্থী কাদারিয়া

- এরা আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছাকে অস্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা।
- তারা বিশ্বাস করে, বান্দা তার ইচ্ছার ব্যাপারে স্বাধীন। তাদের কর্মের ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ক্ষমতা নেই।
- তাদের বিশ্বাস, বান্দার কৃত পাপের জ্ঞান পর্যন্ত আল্লাহর নেই।

এরাই এই উম্মাহর মাজুস।<sup>[৮৪]</sup> মাজুসরা মূলত দুই রবে বিশ্বাসী ছিল :

[৮৩] জাবর (الجبَر) অর্থ বাধ্যকরণ। জাবর বা বাধ্যকরণের প্রবক্তাদের জাবরিয়া বলা হয়। জাবরিয়া মতবাদের সারকথা হলো কর্ম ও ইচ্ছায় বান্দার কোনো স্বাধীনতাই নেই। আল্লাহর ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে মানুষ ভালো-মন্দ কাজ করে থাকে। জাবরিয়ারা কদর সাব্যস্ত করতে গিয়ে বান্দাকেই অক্ষম করে ফেলেছে। সবকিছুর দোষ আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে কাদারিয়া সম্প্রদায় তাকদিরই অস্বীকার করে থাকে। কদর (القدر) অর্থ ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট। কদর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে কাদারিয়া বলা হয়। একদিকে যেমন জাবরিয়ারা কদর সাব্যস্ত করতে গিয়ে বান্দার মন্দ কাজে আল্লাহকেই দায়ী করেছে, ঠিক উল্টোভাবে কাদারিয়ারা ভাগ্য অস্বীকার করে বান্দাকেই যাবতীয় কাজের স্রষ্টা দাবি করে বসেছে। এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ জাবর ও কদরের মধ্যমপন্থায় রয়েছে। তাঁরা যেমন ভাগ্য বা কদরকে স্বীকার করে, ঠিক একইসাথে বান্দার আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করে না। (আরও দেখুন : ইমাম ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফি, শারখুল আকিদাতিত তহাবিয়াহ; শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম) [অনুবাদক]

[৮৪] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কাদারিয়ারা এই উম্মাতের মাজুস। অসুস্থ হলে

১. আলো—যা কল্যাণ আনে।
২. অন্ধকার—যা অমঙ্গল-সাধন করে।<sup>[৮৫]</sup>

## ■ চরমপন্থী জাবরিয়া

জাবরিয়া কাদারিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের বিশ্বাস, মানুষ হচ্ছে বাতাসে উড়ন্ত পালকের মতো। এরা এভাবেই ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফ্লোর থেকে জানালা দিয়ে কোনো পালক ফেলা হলে সেটা চারপাশে উড়তে থাকে। মানুষের জীবনটা ঠিক এমনই। মানুষ রোবটের মতো। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করতে মানুষকে বাধ্য করেন। মানুষের কোনো পছন্দ নেই, ইচ্ছা নেই। অর্থাৎ, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহই করান। যদি কেউ মদের বারে যায়, আল্লাহ বাধ্য করেছেন বলেই সে সেখানে গিয়েছে। জাবরিয়াদের মতে সবকিছুই রূপক। ব্যাপারটা এ কথা বলার মতো—আজ সূর্য উঠেছে অথবা সূর্য অস্ত গেছে। মূলত সূর্য নিজ ক্ষমতাবলেই ওঠে বা অস্ত যায় না। আল্লাহ সূর্য ওঠান, সূর্য অস্ত দেন। এ সবই সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। জাবরিয়াদের বিশ্বাস মানুষও এটার মতো রূপক।<sup>[৮৬]</sup> ‘সালাত কায়িম করো এবং সিয়াম রাখো’—আল্লাহর এ কথাও ঠিক সূর্য ওঠা ও অস্ত যাওয়ার মতোই।

এসবের মাধ্যমে মূলত তারা আল্লাহকে দোষারোপ করছে যে, আমরা যদি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে থাকি, আমাদের যদি কোনো ইচ্ছাই না-থাকে, তবে আল্লাহ কেন আমাদের সালাত কায়িম করতে বললেন? কেন সিয়াম রাখতে বললেন? আর কেনই বা বললেন পাপ থেকে বিরত থাকতে? উলামা কিরাম

---

তাদের দেখতে যাবে না, মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।’ (সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৪৬৯১; হাদিসটি হাসান) [অনুবাদক]

[৮৫] ইমাম ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফি বলেন, ‘অগ্নিপূজকদের “সানুবিয়া” ও “মানুবিয়া” সম্প্রদায় দুই স্রষ্টার বিশ্বাসী। তারা আলো ও অন্ধকারকে স্রষ্টা মনে করে। তারা আরও বলে এ দুই স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টিজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। তবে তারা সবাই একমত, আলো অন্ধকারের চেয়ে ভালো। আলোই প্রশংসিত মাবুদ। আর অন্ধকার নিকট ও নিন্দনীয়। তবে তারা অন্ধকারের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। সেটাও আলোর মতো অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তা কি না, এ ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারা সমান মর্যাদাসম্পন্ন দুই রবের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেনি।’ (শারহুল আকিদাতিত তহাবিয়াহ, বাংলা সংস্করণ) [অনুবাদক]

[৮৬] অর্থাৎ, তাদের মতে প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে কিছু করে না। সূর্য অস্ত গিয়েছে যেমন মূল অর্থে বলা হয় না। তা মূলত আল্লাহই অস্ত দেন, ঠিক তেমনি মানুষের সব কাজ মানুষ করলেও মূলত আল্লাহই এটা মানুষকে দিয়ে করান। রূপকার্থে মানুষ করে তো ঠিক, কিন্তু মূল দায়ী আল্লাহ। তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেন। এই হলো এদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। এরা সবকিছুর জন্য আল্লাহকে দায়ী করে। আল্লাহ হিফাযাত করন। [অনুবাদক]

## তেরো

সৃষ্টির বহু আগেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলিসহ বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা সৃষ্টির আগে ছিল না এবং তিনি তাঁর গুণাবলিসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি নিজ গুণাবলিসহ অনন্ত থাকবেন।

ব্যখ্যা: আল্লাহ সবকিছুর আগে থেকেই আছেন। তাঁর সকল গুণ আমাদের আগেও ছিল। তিনি ও তাঁর গুণাবলি সৃষ্টির আগে থেকেই বিদ্যমান। দলিল,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

‘তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ।’<sup>[১৩৩]</sup>

এটা মুতায়িলা, জাহমিয়া, ইবনু কুল্লাব এবং কিছু আশআরির প্রতি জবাব। তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে জীবনদান করার পর জীবনদাতা হয়েছেন এবং আদমের মৃত্যুর পরই মৃত্যুদাতা হয়েছেন।

নিজেকে সেরা প্রমাণ করার আগপর্যন্ত কেউ সেরা কুস্তিগির নয়, এর আগে কেবল সে নিজেকেই নিজে সেরা কুস্তিগির বলতে পারে—এই যুক্তি মানুষের ক্ষেত্রে খাটে, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে জীবনদানের আগেই মুহি (জীবনদাতা) এবং তাঁর মৃত্যুর আগেই মুমিত (মৃত্যুদাতা)।

আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করার পর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি। কারণ, তিনি এর আগেই সৃষ্টিকর্তা। পুরো জগৎ সৃষ্টির আগপর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে থাকি না যে, পুরো জগৎ সৃষ্টির পরই বলব তিনি সৃষ্টিকর্তা। এই বিভ্রান্তরা বলে, আল্লাহ যে কথা বলেন এটা না-জানা পর্যন্ত আমরা বলি, তিনি কথা বলেন না। তিনি যে কথা বলেন, তা শোনার

---

[১৩৩] সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৩

এবার এই তিনটি মত নিয়ে কেউ কোনো মেয়ের কাছে গিয়ে বলল, ‘তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?’ আর সে বলল—হাঁ। এভাবে সে তাকে বিয়ে করে ফেলল, তাকে নিজের করে নিল। সে তো তার স্ত্রী! সে ইমাম আবু হানিফার ব্যতিক্রমী মতটি নিতে চেয়েছে, তারপর ইমাম মালিকের ব্যতিক্রমী মত আর সর্বশেষ ইমাম শাফিয়ি বা আহমাদের ব্যতিক্রমী মত নিল। সে এমন একটি বিয়ে পেল যেটা বলছে—এটাই বিয়ের একমাত্র শর্ত। বিষয়টা খুবই মারাত্মক!

## ■ উম্মাহবোধ

আমি আল্লাহর কাছে দুআ শুরু করেছি তিনি যেন আমাদের ইরাকি ভাইদের সাহায্য ও সহায়তা করেন, এই কঠিন মুহূর্ত ও নৃশংসতায় তাঁদের সাথে থাকেন। সম্ভবত এই উম্মাহ এমন নৃশংসতা আগে কখনো দেখেনি। আল্লাহ আমাদের ইরাকি যুবকদের সাথে থাকুন। আল্লাহ আমাদের ইরাকি পুরুষ ও ভাইদের সাহায্য করুন। সাহায্য করুন ইরাকের বোনদের, বিধবা ও শিশুদের। আল্লাহ এই সময়ে তাঁদের সাথে থাকুন, যখন কিনা পুরো উম্মাহ এই গণহত্যায় তাদের পরিত্যাগ করেছে।<sup>[১৬১]</sup> সুবহানাল্লাহ, তারা কী অবস্থা পার করেছে আপনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। টিভিতে আল-জাযিরায় আমার বাবা এক মহিলাকে দেখেছেন। কল্পনা করুন, বোমার আঘাতে হাত বা পা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এক মহিলাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য দেহের কিছু অংশ অনাবৃত করতে হবে। আর তিনি বলছেন—আমার কাপড় সরিয়ে না, কাপড় সরিয়ে না। তিনি মৃত্যুর মাঝে রয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি একজন মহিলা! সম্ভবত তিনি এমন এক শহরের মহিলা, যিনি কোনো পরপুরুষ দেখেননি বা কারও সামনেই দেহ উন্মুক্ত করেননি। এটা দেখে আমার বাবা প্রায় পনেরো মিনিট কান্না করলেন। তিনি কান্না থামাতেই পারছিলেন না, প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ইমান থাকলেই অন্তর এতে কান্না করে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমাদের আকিদাহকেই তুলে ধরে। প্রত্যেক খারাপ জিনিসেরই ভালো দিক বিদ্যমান। এটা আমাদের আকিদাহকেই মেলে ধরছে। এই আকিদাই আমাদের শিক্ষা দিই। এ আকিদাহ মুসলিমদের কাছে আল্লাহর শত্রুদের ওজন প্রমাণ করে দেয়।

[১৬১] ওই সময়ে সম্ভবত আমেরিকা ইরাক হামলা করে। [অনুবাদক]

## উনত্রিশ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা,  
মনোনীত নবি এবং প্রিয় রাসুল।

ব্যখ্যা:

২৮টি শিরোনামে আল্লাহর তাওহীদের ব্যাখ্যাশেষে এই শিরোনাম বলছে,  
‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা।’

### ■ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আকিদাহর বইয়ে লেখক কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলছেন?  
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আলোচনার দুটো পদ্ধতি হচ্ছে আকিদাহ :

১. প্রথম পদ্ধতি : আমাদের আকিদাহ, ইলম-অধ্যয়ন, কুরআন-সুন্নাহ সবকিছুর পথ-  
পদ্ধতির মাধ্যম একমাত্র নবি-রাসুল। সকল নবিই। তাঁদের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামও আছেন। নবি-রাসুলই তাকওয়ার পথপ্রাপ্তি ও আল্লাহর পথ  
অনুসরণে একমাত্র মাধ্যম।

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا  
حَكِيمًا

‘রাসুলদের পাঠিয়েছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; যাতে রাসুল  
আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অজুহাত না-থাকে। আল্লাহ  
পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।’<sup>[২০৪]</sup>

[২০৪] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৬৫